A.1. Meaning and definition of Leadership.

নেতৃত্ব দান হল এমন একটি শিল্প বা বিজ্ঞান যা কাজের প্রতি মানুষের (ব্যক্তি বা দলের) মধ্যে বিশ্বাস, আগ্রহ ও প্রেরনা গড়ে তোলার এক বিশেষ ক্ষমতা বা প্রয়াস, যার মাধ্যমে পরিকল্পনা মাফিক কোন ব্যক্তি বা দল কিংবা কোন সংস্থার নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরনের পথ সুগম হয়ে ওঠে, করে তোলা সম্ভব হয় / নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া যায়, তাই নেতৃত্ব দান প্রসঙ্গে কিম্বল মার্শাল বলেছেন — The capacity & will of an individual to rally men & women to be a common ~~purl~~ purpose.

সহজভাবে বলা যায়, নেতৃত্বদান হল কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাহায্য করা ও প্রভাবিত করা,

"Leadership is the behavioral process of influencing individuals or groups towards set goals." — Barrow (1977)

অর্থাৎ, 'কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি বা দলকে প্রভাবিত করার আচরণ গত প্রনালীকে বলে নেতৃত্বদান, — ব্যারো।

□ অসুবিধা :-

i) আমলাতান্ত্রিক পরিবেশে দিনের পর দিন একই কাজ একই পদ্ধতিতে করা হয় বলে কর্মীদের কাজের প্রতি অনীহা জন্মায়।

ii) এই পদ্ধতিতে পদমর্যাদাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে আপন পদমর্যাদা বাড়ানোর আশায় কর্মীরা বিভিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে, ফলে নেতার সঙ্গে কর্মীদের সংঘাত তৈরি হয়।

iii) এখানে সৃজনশীলতাকে সম্মান না দেওয়ায় কর্মীবৃন্দের সৃজন স্পৃহা লীন হয়ে পড়ে ফলে নতুন সৃষ্টি অন্তরায় হয়ে পড়ে।

iv) দলের ভেতরের সুপ্ত রাজনৈতিক সংঘাত দলীয় সম্প্রীতি / সংহতি বিনষ্ট করে।

D) আবেগ-প্রধান নেতৃত্ব / Laissez-Faire leader :-

শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে আবেগ প্রধান নেতৃত্বদানের ক্ষেত্র বিশেষ পরিলক্ষিত না হলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ধরনের নেতৃত্বদান বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। এই পদ্ধতিতে নেতা সর্বদাই তার সহকর্মীদের উপর আস্থাশীল হন ও নিজে খুব কম সময়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার সহকর্মীদের সকল প্রকার স্বাধীনতা তিনি অর্পণ করেন, অন্যদিকে অনুগামীরা দলের সকল সদস্যরাই নিজ লক্ষ্য স্থির করেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন। এই পদ্ধতি তখনই সম্ভব যখন সহকর্মীরা সকলেই বিশ্বাসযোগ্য, দক্ষ ও উচ্চ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

এই পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নিম্নে উল্লেখিত হইল-

□ সুবিধা —

i) এই পদ্ধতিতে কর্মীরা নেতার কাছ থেকে সব রকম সাহায্য পায়।

ii) সকলে কর্মীবৃন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয়।

iii) সদস্যরা অভিজ্ঞ হওয়ায় সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজের গতি দ্রুত তর হয়।

iv) নতুন নতুন পদ্ধতি ও সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

v) এই ধরনের পদ্ধতিতে নেতা বন্ধুর মতো আচরণ করে তার সহকর্মীদের সাথে তাই কর্মক্ষেত্রে সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ বন্ধন গড়ে ওঠে।

□ অসুবিধা :-

i) এই পদ্ধতি অনেক বেশি নমনীয় হওয়ায়, নেতা তার কর্মীদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহ নানা কাজে নেতাকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

ii) নিয়মিত কর্মীদের মতামত গ্রহণ বা ফলাফল সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করা নেতার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

□ **অসুবিধা :—**

i) এই পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক সময় সাপেক্ষ হওয়ায়, জরুরি পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি একেবারেই কার্যকর নয়।

ii) এক্ষেত্রে নেতার গুরুত্ব অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় কম।

iii) সবাই মতামত গ্রহণের সুযোগ পায় বলে সবাই নিজের সিদ্ধান্ত/মতামতকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত রূপে নির্বাচিত করতে চায়, যদি তা না হয় তবে তার কাজের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়।

iv) এই পদ্ধতিতে নেতাকে কর্মী বা অধস্তনদের সাথে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হয়, ফলে অনেক ক্ষেত্রে সুযোগ সন্ধানী কর্মীরা নেতাকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করে।

● **আমলাতান্ত্রিক নেতা / Bureaucratic Leadership :—**

আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বদানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল — আইন কানুনের উপর অগাধ আস্থা, এই পদ্ধতিতে নেতা বা কর্মী বৃন্দের বা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা তার পদের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ যে যত উঁচু পদে নিযুক্ত থাকবেন তাঁর ক্ষমতা তত বেশি, এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির ক্ষমতার চেয়ে আইন কানুনের প্রতি মান্যতাকে বড়ো করে দেখা হয়। এই ধরনের নেতা গঠনের ক্ষেত্রে নেতা ও সদস্যদের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন বর্তমান। যখন ধারাবাহিক ভাবে অগ্রগতি বা উৎপাদন জারি রাখতে হয় কিংবা দল বা কর্মীদের উপর আইন কানুনের প্রয়োজন হয় তখন এই ধরনের পদ্ধতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

নেতৃত্বদানের এই পদ্ধতির কিছু সুবিধা ও অসুবিধা নিচে উল্লেখ করা হল —

□ **সুবিধা :-**

i) যখন কোন প্রকল্পের কাজ সুনির্দিষ্ট ভাবে ছক অনুসারে নির্বাচিত থাকে তখন এই পদ্ধতি সর্বোচ্চ ফলপ্রদ হয়।

ii) পুনরাবৃত্তিমূলক কাজের ক্ষেত্রে যখন নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার দরকার থাকে তখন এই পদ্ধতি কার্যকরী হয়।

iii) এই পদ্ধতিতে আইন কানুন প্রাধান্য পায় বলে এখানে কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সুরক্ষা থাকে,

iv) এই পদ্ধতিতে উৎপাদন ধারাবাহিক ভাবে বৃদ্ধি পায়।

□ **অসুবিধা :-**

i) এই প্রকার নেতৃত্বদান পদ্ধতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রণালী দীর্ঘদিন জনপ্রিয় থাকেনা,

ii) সহকর্মীদের কর্মক্ষমতার উপর বিরূপ প্রভাব তৈরি করে ফলে কর্মস্থলে মনমালিন্য সৃষ্টি হয় ও কাজের গতি কমে যায়,

iii) অধিঃস্তন কর্মী বৃন্দের মতামত কোন গুরুত্ব পায় না,

iv) সহকর্মীদের নিপুনতা বিকাশের সুযোগ কম থাকে।

B) **গনতান্ত্রিক নেতা / Democratic Leader :-**

শ্বাবীর শিক্ষায় নেতৃত্ব দানের পদ্ধতিগুলির মধ্যে ইহা বেশ জনপ্রিয় পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে নেতা যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহনের পূর্বে তার সহকর্মীদের মতামত গ্রহন করেন ও সর্বসম্মতি ক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন, অতএব কোন প্রকল্প রূপায়নের ক্ষেত্রে দলের প্রতিটি সদস্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ন হয়ে ওঠে, ফলে ~~কোন প্রকল্প রূপায়নে~~ (কারন এক্ষেত্রে দলের প্রতিটি সদস্য তাদের সৃজনশীলতা, জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রভৃতি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে।) এই পদ্ধতিতে রূপায়িত কোন প্রকল্পের সাফল্য কখনই নেতার একার নয় তার দলের সকলেই সেই সাফল্যের অধিকারী হয়।

নেতৃত্ব গঠনের এই পদ্ধতির বেশ কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে যা নিম্নে বর্নিত হইল —

□ **সুবিধা :-**

i) গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কর্মীবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাজে অংশ গ্রহন করে থাকে,

ii) এই পদ্ধতিতে নেতৃত্বদানে সংযুক্ত প্রকল্পের সাফল্যের আশায় সবাই নিষ্ঠ ও ঐকান্তিক ভাবে কর্মতৎপর হয়ে ওঠে,

iii) সবার মতামত, যুক্তি ও বিবেচনা অনুসারে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহনের কারনে সিদ্ধান্ত অনেক সুদৃঢ় ও ক্রীয়াশীল হয়ে ওঠে।

iv) সম্মিলিত সিদ্ধান্তের কারনে সিদ্ধান্তকে সবাই মান্যতা দেয়,

v) এই পদ্ধতিতে সাফল্য ও ব্যর্থতা -এর অংশীদার সবাই তাই অভ্যন্তরিন কোন প্রতিযোগীতা/রাজনীতি -এর স্থান থাকেনা,

vi) এই পদ্ধতিতে কাজ করার পরিবেশ অনেক বেশি গনতান্ত্রিক, ধনাত্মক ও সম্প্রীতি হয়।

Physical Education
2nd semester
Topic - Leadership
Uttam Kr Barman

4.3 Types of Leadership.

Leadership

A) Autocratic Leader
(একনায়কতান্ত্রিক নেতা)

B) Democratic Leader
(গনতান্ত্রিক নেতা)

C) Bureaucratic Leader
(আমলাতান্ত্রিক নেতা)

D) Laissez Faire Leader
(আবেগ প্রধান নেতা)

A. একনায়কতান্ত্রিক নেতা / Autocratic Leader :-

নেতৃত্বদানের এই পদ্ধতিটি বেশ সুপ্রাচীন, তবে ক্ষেত্রবিশেষে বর্তমানেও এর প্রয়োগ প্রশংসনীয়। এই ধরনের নেতারা যখন কোন প্রকল্প গ্রহন করেন তখন নিজ দায়িত্বে ঐ কাজ সমাপ্ত করেন, উল্লেখ্য তিনি সহকর্মীদের পরামর্শ ছাড়াই যে কোন সিদ্ধান্ত একাই গ্রহন করে থাকেন এবং যে কোন কাজের উপর ব্যক্তিগত প্রভাব আরোপ করেন ও নিয়ন্ত্রন করেন, একনায়কতান্ত্রিক নেতারা কখনই তাঁর কর্মীবৃন্দের কৃতিত্ব স্বীকার করে না,

শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরনের নেতৃত্ব দানের কিছু সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ করা হল—

□ সুবিধা :—

i) এই ধরনের নেতৃত্ব দানের প্রধান সুবিধা হল যেকোন পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহন করা সম্ভব কারন সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য কারো পরামর্শের প্রয়োজন হয় না,

ii) এই পদ্ধতিতে নেতার উপর চাপ অনেক কম থাকে, কারন তিনি জানেন যে পরিস্থিতি তার সম্পূর্ন নিয়ন্ত্রনে.

iii) দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহনের কারনে কাজের গতি দ্রুত হয়.

iv) ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ করে দলগত খেলায় যখন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহন জরুরি হয় তখন এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকারি হয়।

v) যে কাজের জন্য কম নিপুনতা প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরি।